ঢোঁড়াই চরিত মানস প্রত্ন প্রতিমার পুণর্নির্মাণ

সুমনা দাস সুর

"এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ বনিতা, আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।"১

দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের মধ্যে এক আবহমানতাকে অনুভব করেছিলেন। আদিকবির নামে প্রচলিত এবং বহু খ্যাত - অখ্যাত কবির দানে পুষ্ট এই কাহিনি প্রাচীন কোনো সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মতো একপাশে পড়ে থাকেনি, বরং নদীর মতো প্রাণবান স্বতঃস্ফূর্ততায় বাহিত হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। এস. ওয়াজেদ আলির সেই প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য পুনর্ক্তির ঝুঁকি নিয়েও আরও একবার উদ্ধার করা যেতে পারে--- সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে" (ভারতবর্ষ)। বস্তুতপক্ষে বহু শতাব্দী ধরে রামায়ন এবং মহাভারতের কাহিনিগুলিকে 'ট্রাডিশন' রূপেই বহন করে চলেছে ভারতীয়রা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে তার রূপ, যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কিংবা চি -- ঠিক যেমন উচচ - মধ্য - নিম্ন গতিতে বদলায় নদীর চরিত্র। নতুন সময়ের অজস্র বারিধারায় পুষ্ট হয়ে উঠেছে, কখনো শুকিয়ে যায়নি সেই অববাহিকা। সেই কারণেই হিন্দু পুরাণ বা 'মিথ' -এর আলোচনায়Yves Beigbedr বলেন, "In India itself, on the other hand, the great 'myths' occupy a major place, but they are not perceived as myths in the current sense of the word, for they are lived. Unflaggingly returned to, translated, adopted to suit the taste of the day, they are the fundamental source from which literary and other artistic inspiration is drawn. They are not fixed; versions vary in the different regions, and as living myths, the play a crucial role in the formation of the world of the creative imagination."2

অবশ্য ঐতিহ্যে ধৃত মিথের নবরূপায়ণ সর্বদেশে, সর্বকালেই ঘটে থাকে। যেমন, গ্রীক পুরাণের ইউলিসিসের নবজন্ম ঘটে আলফ্রেড টেনিসনের কবিতায় কিংবা জেমস জয়েসের উপন্যাসে। অবশ্য উত্তরকালে মিথনির্ভর সাহিত্য প্রাচীন বিশ্বাস এবং ধর্মভাবনার ধাঁচটিকে অস্বীকারও করতে পারে এবং পরিবর্তিত সময়ে সেটাই স্বাভাবিক। যেমন, জয়েস তাঁর ইউলিসিস-এ যতখানি গড়েন তার চাইতে ভাঙেন বেশি। তবে আমাদের সংস্কৃতির চরিত্রটাই এমন যে ধর্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাসহীনতা বহুস্তরান্বিত সমাজের ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও এই দেশের অনেক মানুষের কাছে রাম কিংবা কৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। নিরক্ষর, অজ্ঞ, গ্রামীণ জনতার নির্বিকল্প বিশ্বাসের পাশাপাশি সমাজের অপর এক স্তরে বিশ্বাস পর পরাভূত প্রশ্নের কাছে, চিন্তার কাছে, বুদ্ধির কাছে। এই চূড়ান্ত দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর দীর্ঘ, ব্যাপ্ত উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

সতীনাথ ভাদুড়ী প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক। পৈতৃক সূত্রে তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা। তবে সেই সময় বাঙালিরকাছে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ভূগোলের বিচারে পৃথক প্রদেশ হলেও সাহিত্যের বিচারে বৃহত্তর বঙ্গ। ভাগলপুরের সঙ্গে জড়িয়ে শরৎচন্দ্রের কৈশোর স্মৃতি, যা প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে। বনফুলেরও বিচরণ ক্ষেত্রে ভাগলপুর। অন্য দিকে দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ণিয়া এবং মুঙ্গের। এঁদের সকলের রচনাতেই এই সব অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যেমন -- ভূ - প্রকৃতি, মানুষজন প্রভৃতি উঠে এসেছে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী

একমাত্র লেখক যাঁর রচনায় কোনো বৃহৎ মেট্রোপোলিসসম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিংবা বলা যায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি তাঁর রোহভূমি থেকে কখনো বেরিয়ে আসেন নি। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' -- যাকে তিনি মনে করতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, একটি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির জগৎ সেঁচে গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীর চরিত্র ঢোঁড়াই জিরানিয়ার শহরতলি তাৎমাটুলির এক অনাথ বালক। এই ঢোঁড়াইকে সতীনাথ গড়ে তুলেছিলেন বাস্তবে দেখা একটি চরিত্রের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে। তাঁর স্মৃতিকথায় সতীনাথ লেখন, ''তাতমাটুলিতে ঢেঁ াড়াই নামে একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। ....তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঢ়াই; উচচ ারণ ঢোড়াহাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে গোষ্ঠিবদ্ধ, কৌম সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণ আছে দীর্ঘ এই উপন্য াস জুড়ে। তবে সমগ্র উপন্যাসটিকে গড়ে তোলা হয়েছে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' -এর ছাঁচে ফেলে। নামকরণে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই--- 'বালকাণ্ড', 'অযোধ্যাকাণ্ড','অরণ্যকাণ্ড', 'কিষ্কিন্ধাকাণ্ড', সুন্দরকাণ্ড', 'লঙ্কাকাণ্ড', এবং 'উত্তরকাণ্ড' --- রামায়ণের এই সাতকাণ্ডের অনুসরণে উপন্যাসের সাতটিঅংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'আদি', 'বাল্য', 'পঞ্চায়েত', 'রামিয়া', 'সাগিয়া', 'লঙ্কা' এবং 'হতাশা' কাণ্ড । ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' সমগ্র উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। তুলসীদাস স্বয়ং বিদগ্ধ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেও এই বইটি তিনি রচনা করেছিলেন সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে। এই বইয়ের ভাষা প্রথাগত বা মার্জিত নয়, গ্রাম্য , অযোধ্যার তদানীন্তন গ্রামব াসীর ভাষা (আওধি ঠেট বোলী)। বাংলাদেশে যেমন কৃষ্ণকথা, তেমন উত্তর - পশ্চিম ভারতের হিন্দি বলয়ে রামকথা অত্যন্ত জনপ্রিয়, লোকজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আবালবৃদ্ধবনিতা', 'আপামর সাধারণ' -এর হ দয়ের কাছাকাছি। এর একটা কারণ হয়তো এই যে রামায়ণের মূল কাহিনির একটি লৌকিক আদল আছে। বলা যায় র পকথাধর্মী। তবে সতীনাথ ভাদুড়ীর রামায়নী কাঠামোকে গ্রহণ করার তাৎপর্য আরও ব্যাপকতর।

তাত্ত্বিকভাবে আমরা জানি যে মিথের ব্যাপ্ত ভুবন এবং প্রেরণা ঘনীভূত হয়ে গড়ে ওঠে প্রত্নপ্রতিমা বা আর্কেটাইপ। ইয়ুং কথিত যে যৌগ নির্জ্ঞানের (Collective unconscious) - এর মধ্যে ঐতিহ্যের বাস, এই আর্কেটাইপগুলি সেখানে স্থায়ী রূপ লাভ করে। আধুনিক পাঠক যখন কোনো গল্প কিংবা চরিত্রের পেছনে সেই প্রত্নকাঠামোর ছায়া দুলতে দেখেন, তখনই তার সম্মুখে পরম্পরাগত ভাবনার এক বিস্তীর্ণ সড়কপথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই বিষয়ে 'Regis Boyer লেখেন, "myths in literature indeed constitute exemplary stories, which are themselves usually crystallized into a prestigious and dynamic form because they condense or sun up the most profound spirit of culture. But any tale or image worthy of literary expression can ultimately be linked to one or more archetypes." ৪

অতএব, সতীনাথ যখন রামচরিতমানসের ছাঁচে ফেলে উপন্যাস লেখেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই রামের প্রত্নকল্প ক্রিয়াশীল থাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ঢোঁড়াই -এর গঠনে। ঢোঁড়াই - এর মধ্যে এ যুগের রামচন্দ্রকে দেখার কথা তিনি একাধিকবার বলেছেন, ''এই যুগের শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই - রামের আ বির্ভাব আমার মনে।''৬ রামচরিত্র এবং ঢোঁড়াই চরিত্র উভয় সম্পর্কেই তিনি যে একটি উপমা ব্যবহার করেন সেটি লক্ষণীয়। উপন্যাসের আদি কাণ্ডের শুতেই রামচরিতমানসের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন, ''রামচরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়।''

এবং ঢোঁড়াই সম্পর্কে ''ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম গল্পের মধ্যে ধরতে।''৭ অথাৎ, রামচরিত্র এবং ঢোঁড়াই চরিত্র উভয়েরই সম্ভাবনা বিপুল এবং ব্যাপক। রামকথা এবং ঢোঁড়াই কথা সেই গভীর, বিস্তৃতজলাশয়ে হাঁসের মতো ভেসে বেড়ায়। তবে সতীনাথ রামায়ণী মিথকে দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের আধারে স্থাপন করেন, গ্রহণ - এর প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া অঞ্চলের মতো। একদিকে দেশ ও কালের বিস্তৃত পটভূমিতে ঢোঁড়াইকে তিনি গড়ে তোলেন এ যুগের রামচন্দ্র হিসেবে, অন্যদিকে গাঢ়তর ছায়াবৃত অঞ্চল অর্থাৎ ঢোঁড়াই -এর মানসলোক জুড়ে থাকে রামকথা -- যা সে তার গোষ্ঠির মধ্য থেকেই আহরণকরেছে।

তাৎমাটুলির বদ্ধ সমাজের নিরক্ষর মানুষেরা ভূত, প্রেত, মারণ, উচাটনে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে; আঁখ তলায় পুঁতে রাখা নুড়ি পাথরকে পূজা করে দেবতাজ্ঞানে -- কিন্তু তাদের বিশ্বাসের জগৎ এবং জীবনযাত্রার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে র ামকথা। পঞ্চায়েতের সালিসি সভায় কিংবা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, দুর্ভাগ্যের সান্তনা খুঁজতে বা কৃতকর্মের সমর্থনে

তারা তুলে আনে রামচরিতমানসের পংক্তি, উদাহরণ। ঢোঁড়াই-এর মা বুধনী যখন ঢোঁড়াইকে গোঁসাই-এর থানে বোবা সন্ন্যাসী বৌকা বাওয়ার তত্ত্বাবধানে রেখে চলে যায়, বাওয়া তখন পরিত্যক্ত, অনাথ শিশুটির মধ্যে দেখে স্বয়ং রামচন্দ্রজীর ছায়া--- ''ঢোঁড়াই তখন আঙুল চোষা বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল।''

কাহিনির শুতেই শিশু ঢোঁড়াই - এর সঙ্গে বালক রামচন্দ্রের দৈহিক সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ এনে মহাকাব্যের নায়ক এবং উপন্যাসের চরিত্রকে যেমন একটি সরলরেখায় যোগ করে দেন লেখক। ঢোঁড়াই -এর মধ্যে এ যুগের রামচন্দ্রকে দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে আমাদের মন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঢোঁড়াই এবং রামচন্দ্রের মাঝখানে সমান চিহ্ বসানোর মতো কোনো অতি সরলীকৃত প্রয়াস নয় এই উপন্যাস। বরং এর গঠন জটিল এবং বহুমাত্রিক। তাৎমাটুলির বদ্ধ সমাজে বেড়ে ওঠা ঢোঁড়াই -এর শিকড়ে রয়েছে রামকথা -- যা ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয়। অথচ জীবন চলমান এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। সেই জঙ্গম জীবনের প্রতিভূ 'পাক্কী' ---অর্থাৎ কোশী - শিলিগুড়ি রোড উপন্যাসে তা নিছকই এক সড়কপথ হয়ে থাকেনি। তারাশঙ্কর তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' যে অর্থে 'ইতিহাসের গঙ্গা'র কথা বলেছিলেন, সতীনাথ সেই অর্থেই কোশী - শিলিগুড়ি রোড উপন্যাস তা নিছকই এক সড়কপথ হয়ে থাকেনি। তারাশঙ্কর তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' যে অর্থে 'ইতিহাসের গঙ্গা'র কথা বলেছিলেন সতীনাথ সেই অর্থেই ব্যবহার করেছেন এই রাজপথকে --- বহমান জীবনের প্রবাহ। ঢোঁড়াই-এর জীবনের এক প্রান্তে রামকথার রাম আর অপরপ্রান্তে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি কালপর্ব, -এর কেন্দ্রে আছেন মহাত্মা গান্ধী। তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই -এর কাছে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন 'গান্হিবাওয়া'। তাঁকে তাদের লোকবৃত্তের অন্তর্গত করেই গ্রহণ করেছিল তাৎমাটুলির মানুষেরা। যে গান্হিবাওয়া ''বড় গুণী আদমি, বৌকা বাওয়া আর রেবণগুণীর চাইতেও নামী''। মানুষ গান্ধীজীর সঙ্গে তাদের দূরত্ব যেন বহু আলোকবর্ষের। সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে যেটুকু আলো এসে পড়ে তাকে নিজেদের বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে মানানসই করে গ্রহণ করে তারা। ফলন্ত কুমড়োর গায়ে অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি কল্পনা করে নিয়ে তাৎমাটুলির আপামর সাধারণ বিশ্বাস করে নেয় গান্হিবাওয়া তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে কুমড়োতে ভর করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের প্রথমচরণের শেষে ঢোঁড়াই যখন তার ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়ের ফলে তাৎমাটুলি ত্যাগ করে দ্বিতীয় চরণের শুতে পাক্কী বরাবর এসে পৌঁছোয় বিসকান্ধায়, তখন তার সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দ্বীর ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে শু করে। এখানে পাক্কীর ভূমিকাটি ইঙ্গিতময় --- যে পথ ধরে ঢোঁড়াই যখন তার ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়ের ফলে তাৎমাটুলি ত্যাগ করে দ্বিতীয় চরণের শুতে পাক্কী বরাবর এসে পৌঁছোয় বিসকান্ধায়, তখন তার সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে শু করে। এখানে পাক্কীর ভূমিকাটি ঈঙ্গিতময় ---- যে পথ ধরে ঢোঁড়াই লোকজীবন থেকে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। বিসকান্ধায় জমি এবং ফসলের অধিকার সংক্রান্ত দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে ঢোঁড়াই এক অন্য জগতের স্বাদ পায়। এখানেই তার পরিচয় হল বলন্টিয়র (ভলেন্টিয়ার) -এর সঙ্গে যে সতিয়াগিরা (সত্যাগ্রহ) করার কথা বলে। গান্হিবাওয়া ক্রমশ পরিণত হন মহাৎমাজীতে। ঢোঁড়াই - এর মনোজগতে প্রাক্তন বিশ্বাস এবং নবলব্ধ জ্ঞান মিলেমিশে জন্ম নেয় এক বিমিশ্র ভাবনা -- যেখানে মিথ এবং ইতিহাসের যুগলবন্দী। মহাৎমাজী তার কাছে কলিযুগে রামচন্দ্রের অবতার। ''রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা সুতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাৎমাজী।'' এই ভাবনার ছাঁচে ফেলেই সে ব্যাখ্যা করে পারিপার্শ্বিকের ঘটমান বাস্তবতাকে ---''এ ভাবনার ছাঁচে ফেলেই সে ব্যাখ্যা করে পারিপার্শ্বিকের ঘটমান বাস্তবতাকে --- ''এ একটা লড়াই। মহাৎমাজীর সঙ্গে রংরেজের লড়াই। রামরাবণের যুদ্ধে রামজীর অনুচরেরা যে রকম লড়েছিল রাবণের নাতিপুতির সঙ্গে,এ তেমন মহাৎমাজীর চেলা বলন্টিয়র লড়বে রংরেজের নাতি দারোগা সাহেবের সঙ্গে।'' এক নিরক্ষর, নিরন্ন, প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই সারা দেশব্যাপী বৃহৎ সংগ্রামের অংশ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাই সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের--- ''সতীনাথের মতো এতো সুন্দরভাবে গান্ধীর Charishma-র সঙ্গে অসহায় দারিদ্র্য সম্বন্ধে জনগণের অস্পষ্ট সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশাকে কেউ যুক্ত করতে পারেনি।... গান্ধির charishma গড়ে তুলেছিল নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণ, নিম্নবর্গের স্বপ্ন ও কল্পনা।''৪

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয় ঢোঁড়াই, উদ্দীপিত করে তার চারপাশের অন্যান্য মানুষদেরও। কিন্তু অচিরেই তাদের স্বপ্ন ও আশা মুখ থুবড়ে পড়ে, জোতদার এবং মহাজনদের চক্রাকার শোষণের কান

াগলি থেকে মুক্তি মেলে না তাদের। ঢোঁড়াই তাই একসময় 'আজাদ দাস্তা' (কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি') তে নাম লেখায়। কিন্তু তারপর সেখান থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে সে হয়ে যায় সম্পূর্ণ একা। জাগরী বিলুর মতো ঢোঁড়াই - এর জীবনচক্রেও নিহিত রয়েছে তার স্রষ্টার ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতা। সতীনাথ একসময় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেখান থেকে তিনি অংশ নেন গান্ধীবাদী রাজনীতিতে, তারপর কিছু সময়ের জন্য ঝোঁকেন জয়প্রকাশ নারায়নের সোসালিস্ট মতাদর্শে। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে সমস্ত রকম রাজনীতির অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সরে আসেন নিজস্ব, নিঃসঙ্গ বৃত্তে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের ঘটনাগুলিকে পরপর সাজালে এক রামায়ণী প্যাটার্নকে খুঁজে পাওয়া যায়। এক অন্তহীনযাত্রা, একের পর এক বাধাকে, ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলা জীবনের পথে। রামিয়ার সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু জীবনের পথে। রামের পিতৃসত্য পালনের জন্য বনস, বনবাস সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই পত্নীর অপহরণ, পত্নী উদ্ধার করে ফিরে এসেও প্রজাদের দাবিতে পত্নীত্যাগ, পুত্রসহ স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার পরও অভিমানিনী নারীর পাতাল প্রবেশ ---- এর সঙ্গে খুব সহজেই মেলানো যায় অনাথঢোঁড়াই -এর বৌকা বাওয়ার আনুকুল্যে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ, রামিয়ার সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু জীবনের সৌভাগ্যের শুতেই ঘনিয়ে আসাবিপর্যয়ে ঢোঁড়াই - এর গৃহত্যাগ, বিসকান্ধার নতুন জীবন, সেখানে শোষিত জনগনের নেতৃত্বদান, গান্দীবাদী আন্দোলন থেকে সোসালিস্টপার্টিতে অংশগ্রহণ, অ পরিচিত অ্যান্টনিকে দেখে সুপ্ত পিতৃত্ব জেগে ওঠা, রামিয়ার খোঁজে তাৎমাটুলিতে প্রত্যাবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গ --- এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলিতে রামায়ণের বেশ কিছু অনুষঙ্গকে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই উপন্যাসে বুনোটের মধ্যে গেঁথে দেন সতীনাথ। যেমন, 'রামপিয়ারী' থেকে 'রামিয়া' -- নামটি অবধারিত ভাবে মনে করিয়ে দেয় রামের প্রেয়সী স্ত্রী সীতাকে। লাঙলের ফলায় উঠে এসেছিলেন সীতা, আর রামিয়াকে ফসলকাটা মাঠ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তাৎমাটুলির ধানকাটীর দল। আজাদ দাস্তায় অ্যান্টনিকে দেখে ঢোঁড়াই -এর স্নেহের জাগরণের সঙ্গে সহজেই মেলানো যায় অজ্ঞাত পরিচয় লবকে দেখে রামের পিতৃত্বের উপলব্ধিকে। মহাকাব্যের স্মৃতি উদ্রেককারী এই ঘটনাগুলিকে জুড়ে উপন্যাস গড়ে তুলেছেন সতীনাথ। কিন্তু মিথকে ভাঙবেন বলেই তিনি তা ভাঙেন দ্বন্দ্বময় নাটকীয়তায়। রাম এবং সীতার যৌথজীবন বহুবার বিপর্যস্ত হলেও তা হয়েছে বাইরের ঘটনার আঘাতে, কিন্তুতাঁদের পারস্পরিক একনিষ্ঠা অবিসংবাদিত। রাবণের অধিকারে থেকেও সীতা তাঁর সতীত্বকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন আগুনের শিখার মতো, অন্যদিকে প্রজানুরঞ্জনের জন্য পত্নীত্যাগ করলেও রাম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। কিন্তু এই উপন্যাসে ঢোঁড়াই -এর স্ত্রী হয়ে তার সন্তান গর্ভে ধারণ করেও রামিয়া ছলাকলায় আকৃষ্ট করে সামুয়রকে, যে কারণে ভেঙে যায় তাদের সংসার। ঢোঁড়াই - এর জীবনেও রামিয়ার পরে আসে সাগিয়া -- তার জীবনের দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল। উপন্যাসের শেষে সব কিছু খোয়ানোর পর এই নিঃসম্পর্কিত পৃথিবীতে সে আবার খোঁজে সাগিয়াকে। অ্যান্টনিকে ঘিরে ঢোঁড়াই - এর নিভৃত, লালিত আকাঙ্ক্ষাও মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রকৃত সত্যের উদঘাটনে। ঢোঁড়াই যখন অপরিসীম পরিশ্রমে মৃত্যুশয্যা থেকে অ্যান্টনিকে ধীরে ধীরে বাঁচিয়ে তোলে তখন তার মানসলোকেও ঘটে এক রূপান্তর। তার সমগ্র অস্তিত্ব নিঙড়ে হৃদয়ের পত্রপুটে বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হয় স্নেহ, মমত্ববোধ। তার বহুকালের সঞ্চিত ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান যেন দ্রবীভূত ও নিঃশেষিত হয়ে যায়। সন্তানের হাত ধরে ঢোঁড়াই ফিরে যায় তাৎমাটুলিতে, একদিন যাকে পরিত্যাগ করেছিল সেই অবিশ্বাসিনী রামিয়ার কাছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারে রামিয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করে মারা গেছে বহুকাল আগে এবং যে অ্যান্টনিকে ঘিরে ঢোঁড়াই - এর আশায় কল্পলতা বেড়ে উঠেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে সামুয়র - এর ঔরসে সাহেব বাড়ির আয়ার গর্ভজাত সন্তান। এই নাটকীয় উদঘাটনে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ঢোঁড়াই - এর পৃথিবী, আর নিঃশব্দে ভাঙ্গে মিথের জগৎ।

তাৎমাটুলি এবং বিসকান্ধায় ঢোঁড়াই - এর যাপনের সঙ্গে,শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল রামকথা। কিন্তু ক্রমশ সে অনুভব করে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রামায়ণে নেই, কিংবা তার জন্য হয়তো প্রয়োজন নতুন কোনো রামায়ণের। তার চেতনায় "পুরোনো রামায়ন আর নতুন রামায়ণ জট পাকিয়ে যায়।" তৃতীয় পর্বে ঢোঁড়াই যখন আজাদ দাস্তার সদস্য তখন দলের সকলের কাছে রামায়ন প্রীতির জন্য তার নামই হয়ে যায় 'রামায়ণজী'। কিন্তু তার ঝুলিতে যায় না। ঢোঁড়াই - এর জীবনেও রামায়ণ আর জীবন্ত নয়, পরিত্যক্ত, কীটদগ্ধ। অ্যান্টনি আঘ্যানের পর এই রামায়ণটিকেও ফেলে চলে যায় ঢোঁড়াই।

তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত নিষ্পান্ত হয় তাৎমাটুলি থেকেই। এই নিষ্মণ শুধুমাত্র জীবনের একটি বৃত্ত থেকে নয়, মিথের জগৎ থেকেও। দীর্ঘ এই উপন্যাসে একটির পর একটি বৃত্ত অতিত্রম করতে করতে মহাকাব্যের রামের আর্কেটাইপ ভেঙে ঢোঁড়াই ত্রমশ পরিণত হয় ইনডিভিজুয়ালে। শেষ পর্যন্ত অনিকেত, ছিন্নমূল ঢোঁড়াই বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বের অগণিত ভারতীয় জনসাধারণের একজন হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। প্রাচীন সাহিত্য রামায়ন / রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড/ বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ

২। Companion to Litarary Myths, Heros and Archetpes/Edited by Picrre brunel/Routledge-1996

৩। 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধ/ গ্রন্থ প্রসঙ্গ সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড/অণা প্রকাশনী/ এপ্রিল ১৯৯২

৪। Companion to Literary Myths, Horos and Archetypes.

৫। 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধ

৬। তদেব

৭। তদেব

৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস --- আমলেশ ত্রিপাঠী/ আনন্দ পাবলিশার্স উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড থেকে গৃহীত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com